প্রথম আলো

তারিখ 14 JAN 2009
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৭

বিইআইয়ের গোলটেবিল আলোচনা

মাদ্রাসার আর্থিক জবাবদিহি, ব্যবস্থাপনা ও পাঠ্যক্রমে সংস্কার দরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই দেওয়া হয়, আধুনিক বা সেক্যুলার শিক্ষা দেওয়া হয় না। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা মনে করেন, তাঁদের কোনো সংস্কার বা আধুনিক সুযোগ-সুবিধার দরকার নেই। কিন্তু মাদ্রাসাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত করে এগুলোর আর্থিক জবাবদিহি, ব্যবস্থাপনা, পাঠ্যক্রম প্রভৃতিতে ব্যাপক সংস্কার দরকার।

বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট—বিইআই আয়োজিত এক গোলটেবিল সংলাপে গতকাল মঙ্গলবার আলোচকেরা এসব কথা বলেন। 'বাংলাদেশে মাদ্রাসা সংস্কার ও আধুনিকায়ন: একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা' শীর্ষক এ সংলাপে সভাপতিত্ব করেন বিইআইয়ের সভাপতি সাবেক রাষ্ট্রদূত ফারুক সোবহান।

গোলটেবিলে 'মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার' সম্পর্কে মূল প্রবন্ধ পড়েন মনাস এশিয়া ইনস্টিটিউটের ইফতি রশিদ। তিনি ইরাক, মিশর, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, মরক্কোসহ আরব দেশের বিভিন্ন দেশের আলোকে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় কী ধরনের সংস্কার করা যায়, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। এ দেশগুলোর মাদ্রাসায় গণতন্ত্র, জেন্ডার, মানবাধিকারের বিষয়গুলো পড়ানো হয়। সরকার কঠোরভাবে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি বলেন, এ দেশে শুধু নিরাপত্তার আলোকে নয়, মানবসম্পদ উন্নয়নের দিক বিবেচনা করে হলেও মাদ্রাসার সংস্কার বিবেচনা করা দরকার। মাদ্রাসাগুলো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সুশীল সমাজের সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ নেই। গোলটেবিলে বাংলাদেশের মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে ইউনিসেফের কর্মকর্তা শামীম আহমেদ বলেন, এ দেশে দুই ধরনের মাদ্রাসা আছে—আলিয়া ও কওমি। এর মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা নয় হাজার ৩৮৮টি এবং কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ছয় হাজার ৫০০। ১৯৯৩ সালে দুই ধরনের মাদ্রাসার সংখ্যা যেখানে ছিল মোট চার হাজার ৫৬৩, সেখানে ২০০৫ সালে এ সংখ্যা এসে দাঁড়ায় নয় হাজার ৩৮৮-তে। ৮২ শতাংশ শিক্ষার্থীই গরিব পরিবার থেকে আসে। প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা শেষ করে চাকরি পায় না। কোনো রকম প্রশিক্ষণও পায় না। শামীম আহমেদ জানান, সরকার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া ও অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে, যাঁরা মাদ্রাসাগুলোতে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছেন।

বৈঠকের আলোচক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, আন্তঃইসলামিক সংলাপ করা দরকার মাদ্রাসাগুলোর সংস্কারের জন্য। এয়ার কমোডর (অব.) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী ইশফাক ইলাহী বলেন, মাদ্রাসার বইপত্রে মৌলবাদিতার উপকরণ আছে, যেগুলো সম্পাদনা করা দরকার।

পরে মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন সাবেক সচিব ড. হারুনুর রশীদ, সাবেক রাষ্ট্রদূত মাসুদ আজিজ প্রমুখ।